৪ বছরের হিসাব-নিকাশ শান্তিতে আছি নাকি নেই

আহসান কবির

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গমনপথে বোমা পেতে রাখার দায়ে মুফতি হান্নানের যাবজ্জীবন কারাদন্ডে হয়েছিল। তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য ৫ লাখ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল। মুফতি সাহেব গ্রেপ্তার হয়েছেন। ক্ষমতায় ৪ বছর থাকার পর এ কারণে কী সরকার ধন্যবাদ পাবেন? তাহলে ২ অক্টোবর প্রায় সবগুলো দৈনিকে র‍্যাবের বরাত দিয়ে মুফতি হান্নানের জবানিতে যে তথ্য ছাপা হয়েছে তার কী হবে? মুফতি সাহেব নাকি সরকারের সঙ্গে নেগোসিয়েশন করেই ঢাকা শহরে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিলেন! মাসিক 'মদিনা' সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিনের মাধ্যমে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর কাছে মুফতি হান্নান নাকি ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন!

৪ বছর পর এখন অনেকেই জানতে চাইতে পারেন, মুফতি হান্নানের মতো সরকারের এমন ক্ষমার তালিকায় আর কে কে আছেন? শায়খ আব্দুর রহমান কিংবা বাংলা ভাই?

চার বছর পর : ৪ বছর পরেও 'হিট' থেকে গেলেন আলতাফ হোসেন চৌধুরী। উনি পুলিশের জানাজা পড়েন, সন্ত্রাসীদের পড়েন না বলে আক্ষেপ করেছিলেন। মুফতি হান্নানের স্বীকারোক্তির পর বোঝা গেল সন্ত্রাসীদের উনি ক্ষমাও করে থাকতে পারেন। উনি আছেন বলেই গত ৪ বছর আমরা 'আমোদে' থাকতে পেরেছি। কথা শুনে হেসেছি। সিরিয়াল লঞ্চ ডোবার ঘটনার পরে বলেছিলেন, 'টাইটানিকও ডুবে গিয়েছিল আর এসব তো কাঠের তৈরি জাহাজ!' একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিককে ধমকানোর পর বলেছিলেন 'এতো ড্রামা করেন কেন?' দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির লাগাম টেনে ধরতে পারেনি সরকার। সাধারণ মানুষের গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়ায় ব্যাপারটি। অনেকেই বলেন, জোট সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এটিই। কিন্তু আলতাফ হোসেন চৌধুরীর মতে, 'দ্রব্যমূল্য মানুষের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। আজকাল আর কেউ দ্রব্যমূল্য নিয়ে কথা বলে না!' আবার সেই তিনিই বলেন, 'তিনদিন পর বৃষ্টি থামার পর রোদ উঠলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে!' হায়রে আল্লার মাল! কর্নেল আকবর সাহেবও কম যান না। মানুষের জীবন মাপেন তিনি ছাগলের বিনিময়ে।

গত ৪ বছরে সরকারের সবচেয়ে বেশি সফলতা ছিল 'কথায়'। কথায় অনবদ্য ছিল টোটাল মন্ত্রিসভা। সাইফুর রহমান (পেঁয়াজের দাম বেড়েছে তো কী হয়েছে? পেঁয়াজ কম খেলে কী কষ্ট হয়?) খাঁটি পাকিস্তানি পটল (ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বেচারা। একবার ফিফা কর্তৃক বাংলাদেশের ফুটবলকে নিষিদ্ধই করে ছেড়েছিলেন। এখন এবার ক্রিকেটারদের আইয়ুবী বনবন বটিকা সেবনের নির্দেশ দিচ্ছেন!) ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা (ম্যাগনেটিক ট্রেন তত্ত্বের মহান উদ্বোধক) থেকে শুরু করে বরকতউল্লাহ বুলু কেউ কম যাচ্ছেন না। কথার দৌড়ে পেছনে ফেলে দিচ্ছেন সবাইকে। বুলু সাহেব চিনির দাম বেড়ে যাওয়াতে গুড় খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আইডিয়া অবশ্য খারাপ না। গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে নাকি গুড়ের কদর খুব বেশি। মন্ত্রী সাহেবকে দেখলে সেটা যথার্থ মনে হয়।

যা কিছু ভালো ? : পলিথিন বর্জনের মতো গত চার বছরে আর কী কী ভালো কাজ হয়েছে? ঢাকা শহর সুন্দর হয়েছে। যার কাব্যিক নাম বিউটিফিকেশন। শরীরকে অভুক্ত রেখে রক্ত সঞ্চালনের নাম স্বাস্থ্য নয়! নকল কমে গেছে। কমাতে বাধ্য করা হয়েছে। তবে এই কমানোর জন্য যিনি হেলিকপ্টার, গাড়ি, মোটরসাইকেলে চড়ে মাসুদ রানার মতো পরীক্ষার হলে যেয়ে ঢুকতেন তিনি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। এ সবের তেল কোথা থেকে এসেছে সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে, বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। কিন্তু এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থানটা কোথায়? বহুদিন ধরে টাটা আসছে টাটা আসছে সাউন্ড শোনা যাচ্ছিল। এখন শোনা যাচ্ছে, টাটা নাকি সরকারকে ট্যাক্স দিতেই নারাজ। চীন কিংবা দুবাইয়ের বিনিয়োগের খবর কী?

রপ্তানি আয় কতোটা বেড়েছে? প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স আর গার্মেন্টস সেক্টরের আয় কতোটা বেড়েছে? সরকার সব সময় বলে আসছে এসব বেড়েছে। নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছি আমরা। বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে অর্থনীতি স্বাবলম্বী হচ্ছে। সরকার এমন পরিসংখ্যানই দিচ্ছে। আর বিরোধীদের মন্তব্য? মিথ্যে তিন প্রকার। মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা ও পরিসংখ্যান!

কলা ও লেবু : আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি আর সন্ত্রাস দমনে আওয়ামী-ব্যর্থতার বিপরীতে মানুষ ভোট দিয়েছিল জোট সরকারকে। র‍্যাব নামিয়ে সাধারণ মানুষকে সামান্য স্বস্তিতে রাখলেও জঙ্গিদের ব্যাপারে সরকারের মনোভাব কী সেটা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। গত আমলের ভিআইপি সন্ত্রাসের (হাজী সেলিম, জয়নাল হাজারী, আলহাজ্ব মকবুল, শামীম ওসমানরা এই লাইনে কম নাম কামাননি!) মতো এই আমলে আব্দুর রহমান, বাংলা ভাই, মুফতি হান্নানরা কম কুখ্যাতি অর্জন করেননি। এসব মানুষদের নিয়ে সরকারের লুকোচুরি মানুষকে ধন্দের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মানুষকে ঠেলে দিয়েছে চরম হতাশায়। লোডশেডিংয়ের বিড়ম্বনা, প্রকৃতির রুদ্ররূপ, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি

বন্ধ হয়ে যাওয়া, বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের মৃত্যু, বিদেশ থেকে সর্বস্ব হারিয়ে দেশে ফেরা, কষ্টে থাকা মধ্যবিত্তদের ক্রমাগত ট্যাক্সের আওতায় আনা, তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে বাস ভাড়া, ঘর ভাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়াতে মানুষ পৌঁছে গেছে হতাশার সর্বশেষ বিন্দুতে। এর থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি? অনেকেই বলতে পারেন সরকারি দলের চরম ব্যর্থতায় মানুষ সান্ত্বনা খুঁজতে যেতে পারে বিরোধী দলের কাছে। আসলে কী তাই? একটা গল্প শোনা যাক। কথোপকথন হচ্ছে কলা ও লেবুর মধ্যে।

কলা : ঐ লেবু তোর লজ্জা করে না? তোকে চিপে চিপে খায়?

লেবু : কলা, তোরা কেমনে বড় গলা করিস? মানুষ তো তোদের চামড়া ছিলার পরে খায়!

মোবাইল না টেলিটক : কেমন ছিল তাহলে গত ৪টি বছর? অথবা পৃথকভাবে বলা যায় কেমন ছিল জোট সরকারের চতুর্থ বছর? গত এক বছরের আলোচিত প্রধান তিনটি বিষয় হচ্ছে, সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিন করা, টিএন্ডটির মোবাইল টেলিটকের আগমন এবং সারাদেশে গ্রেনেড ও বোমার ভয়াবহ গ্রাস। সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিন করাতে কর্মঘন্টা কমেনি, আর মানুষের ছুটি ভোগ করার সময় বেড়েছে, তাই সরকারি কর্মচারীরা নাকি খুশি। আর ব্যবসায়ীরা বলছেন, পৃথিবী থেকে বাংলাদেশকে এক রকম বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। সাত দিনের তিন দিনই বাংলাদেশ অনুপস্থিত (শুক্র, শনি এ দেশে ছুটি হলেও পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে সাপ্তাহিক ছুটি রবিবার)। টেলিটকের আগমনের পর মানুষ বৃক্ষ হয়ে গিয়েছিল লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে। কেউ কেউ খাবার, বিছানা এসব নিয়ে এসে লাইনে দাঁড়াতো। মারপিট, ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছিল। সেই টিএন্ডটির টেলিটকের প্রতি মানুষের অদম্য আগ্রহ দপ করে নিভে গেছে। সহজে টেলিটক থেকে অন্য কোথাও ফোন করা যায় না। সাধনা করা লাগে। অনেকে ব্যঙ্গ করে বলেই থাকেন, 'আপনারটা কী মোবাইল না টেলিটক?' আর গ্রেনেড বা বোমার কথা বাদই দিলাম। জঙ্গি, বোমা ও গ্রেনেড নিয়ে সরকার আসলে কী ভাবছে এটা হয়তো আগামী বছরেও জানা যাবে না। এর মধ্যে চলে আসবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

তো সেই পুরনো প্রশ্নটা করলে কেমন হয়? ২০০৬ সাল কেমন যাবে?

উত্তর : ২০০৫-এর চেয়ে খারাপ কিন্তু ২০০৭-এর চেয়ে ভালো!

শান্তিতে আছি নাকি নেই : জোট সরকারের আমলে তাহলে কী আমরা শান্তিতে নেই? নাকি শান্তির মায়েরই মৃত্যু হয়েছে? যে কেউ নিজের মতো করে উত্তর খুঁজতে পারেন। তবে সেখানেও সমস্যা হতে পারে। গত বছরে সাবেক এমপি কাজী সিরাজ সরকারকে তুলোধুনো করতেন। বলতেন, মানুষ শান্তিতে নেই। এ বছর জোট সরকারে যোগ দেবার পর নিশ্চয় সিরাজ সাহেবের মূল্যায়ন উল্টে গেছে? তাহলে কি শান্তি ফিরে এসেছে?

শান্তি পেয়েছি কী পাইনি, ভালো আছি কী নাই সেই সমাধানের জন্য কী আমাদের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে? প্রতীক্ষা করেই কী কাটবে পাবলিকের দিন? আরো একটা গল্প বলে বিদায় নেয়া যাক।

এক রাজা। প্রথম বিয়ের পাঁচ বছরে তার পাঁচটি কন্যা সন্তান হলো। রাজা দ্বিতীয় বিয়ে করলেন। পরবর্তী ৫ বছরে তিনি আরো পাঁচ কন্যায় গর্বিত জনক হলেন। অতঃপর ৩য় বিয়ে। ফলাফল একই। বাধ্য হয়ে হুমকি-ধামকি এবং রাজার চতুর্থ বিয়ে। এবারো পর পর ৪ বছরে রাজা আরো চার কন্যার জনক হলেন। চতুর্থ রানীকে ডেকে বললেন, তোমাকে এবার শূলে চড়াবো। চতুর্থ রানী বললেন, রাজামশাই আমি তো আরো এক বছর সময় পাব। সুতরাং প্রতীক্ষায় থাকুন!

এরই মধ্যে এ রাজ্যে এলো এক কবিরাজ। সে বলে বেড়াতে লাগলো ছেলে না মেয়ে হবে তা রানীদের ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে রাজার ওপর। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। রাজা ভয়াবহ খেপে গেলেন। তিনি শূলে চড়ানোর জন্য কবিরাজকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। আর রানীরা কবিরাজকে খুঁজতে লাগলেন এনাম দেবার জন্য।

কবিরাজকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে কোনো কোনোদিন মাঝরাতে তার গান শোনা যেত। আমি স্বপ্নেরই কথা বলতে চাই! স্বপ্নেরই পাখি ধরতে চাই!

গ্রাহক হবার এখনই সময়

মাত্র ৪৫০ টাকায় আগামী ৬ মাসের গ্রাহক হলেই আপনি পাবেন ঝলমলে

- ঈদ ফ্যাশন সংখ্যা
- প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার ঈদ সংখ্যা
- ঈদ সংখ্যা-২
- ঈদ বাজার সংখ্যা
- ঈদের রান্না সংখ্যা
- রাশিচক্র অ্যালবাম
- ঈদুল আজহা সংখ্যা
- কোরবানির রান্না সংখ্যা
- বর্ষশুরু সংখ্যা
- ভ্যালেন্টাইন সংখ্যা

অন্য সব সাধারণ সংখ্যা তো রয়েছেই

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এর অনুকূলে যেকোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। মানি অর্ডার অথবা ডিডি পাঠানোর ঠিকানা : **সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাপ্তাহিক ২০০০ ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ**। চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার। সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।